R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে আশ্বিন, ১৪১৮।
১২ই অক্টোবর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

ধর্ষিতা শম্পার মৃত্যু রহস্য আগের মতই চাপা পড়ে গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : তিন সপ্তাহ চলে গেলেও ধর্ষিতা শম্পা রায়ের (২১) মৃত্যু রহস্য উন্মোচনে পুলিশের মধ্যে কোন হেলদোল নাই। নতুনভাবে কেউ ধরাও পড়েনি। রঘুনাথগঞ্জ থানার নতুন আই.সি. লোকমান হোসেনের দায়িত্ব নেবার খবর প্রচারে এলেও তিনি এখনও আসেননি। সেই সুধারঞ্জন সরকারই চেয়ারে। তদারকি করে পুজো পার করে দিলেন তিনি। তার অপদার্থতাই গত ২০ এপ্রিল'১১ বাহাদিনগরের আর এক শম্পা রায় (২৫) গোডাউন কলোনীর নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বার হয়ে আর ফেরেননি। সাতদিন পর তার অ্যাসিডে পোড়া গলিত মৃত দেহ সাগরদীঘির এক নির্জন এলাকা থেকে পাওয়া যায়। তাকে গণধর্ষণ করে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শম্পার মা মমতা রায় থানায় গোপালনগর ও বাহাদিনগরের কয়েকজনের নামে অভিযোগ করেন। মৃতা শম্পাও কয়েকজনের হাত থেকে রক্ষা পেতে থানায় লিখিত জানান। কিন্তু পুলিশ কিছুই করেনি বলে অভিযোগ। তখনও রঘুনাথগঞ্জ থানায় আই.সি. ছিলেন এই সুধারঞ্জন সরকারই।

দুঃস্থদের গ্রাম ত্রৈলক্ষ্যনগরে স্কুল-বিদ্যুৎ-রাস্তা কিছুই নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির ৮ নং বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রৈলক্ষ্যনগর গ্রামে প্রায় ৮০০ চাঁই সম্প্রদায়ের বাস। চাষাবাদ করে, মাথায় করে গ্রামে গ্রামে তরিতরকারি বিক্রী করে কোন রকমে প্রাণ ধারণ করেন তারা। সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বালার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে অর্গানাইজড প্রাইমারী স্কুল চালু করেন কয়েকজন যুবক। ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ডকে স্কুলের প্রয়োজনে এক গ্রামবাসী কিছু জায়গাও রেজিষ্ট্রি করে দেন। পরবর্তীতে এদের বাতিল করে ফতোয়া জারি করা হলো – জায়গা, বিল্ডিং, শিক্ষক সবকিছু সরকার দেবে। কিন্তু এরপর কিছুই হয় নি। তেমনি গত বিধানসভা ভোটের আগে গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবার ভাঁওতা দেখিয়ে এলাকায় পোল পোঁতা হয় এই পর্যন্ত। সব কিছু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসী আজও মাটির রাস্তায় অন্ধকারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছেন।

সামসেরগঞ্জের অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র দেখার কেউ নেই – তাই চলছে অরাজকতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ শিশু সেবা প্রকল্পে ব্যাপক অরাজকতা চলছে। এখানকার আধিকারিককে সাগরদীঘির দয়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপার ভাইজার মাত্র দু'জন। ৯টি পঞ্চায়েত ও একটি পৌরসভার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলি দেখার কেউ নেই। এরফলে শিশু সেবা প্রকল্প পড়েছে মুখ থুবড়ে। জানা যায়, বহু অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শিশুদের জন্য খাবার দেওয়া হয় না। বেশ কিছু কেন্দ্রে কর্মীদের অভিযোগ, সুপার ভাইজার না থাকায় কয়েকজন স্বার্থান্বেষী অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী নিজেদের সুপারভাইজার বলে কর্মীদের কাছে সবজির বিলের টাকা আদায় করছেন। কারণ হিসাবে তারা জানান, সুপারভাইজারদের তারা সবজি বিল তৈরীতে সাহায্য করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ০ – ৬ বৎসর শিশু সহ গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের রান্না করা খাবার প্রতিদিন দেওয়া হয়। দেওয়া হয় ডিম। কিন্তু দেখা যায় ধুলিয়ান পৌর (শেষ পাতায়)

মহাপুজো নির্বিঘ্নে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর পুর এলাকার পূর্ব পারের জঙ্গীপুর প্রাচীন শহর। ঐতিহ্যের বহু স্মৃতি ইতিহাসকে ধরে রেখেছে। আর পশ্চিম পারের রঘুনাথগঞ্জে সবকিছুর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে বর্ত্তমানের সঙ্গে অতীতের হাত ধরাধরি। পুজোর দিনগুলো এবার মানুষের ভালই কাটল। আকাশে মেঘ এলেও বৃষ্টি হয়নি। গভীর রাত পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দর্শনার্থীদের ভিড় উথ্‌লে পড়ে। পুলিশি নিরাপত্তায় মানুষ কিছুটা আশ্বস্ত বলে মনে হয়েছে। দশমীর নিরঞ্জনেও কোন অশান্তির খবর নেই।

স্বাস্থ্য পরিষেবার অবহেলায় ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের অনুপনগর হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়রা অবাধে ভাঙচুর চালাই গত ২৯ সেপ্টেম্বর। জানা যায়, এই দিন দুপুর ২টার পর হাসপাতালে কোন ডাক্তার নার্স ছিল না। এদিকে এই ব্লকে ডায়ারিয়া ভয়াবহ ভাবে দেখা দিয়েছে। রোগীও ছিল প্রচুর। ঐ সময় হাসপাতালের দায়িত্ব পালন করছিলেন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী সুমিত্রা প্রামাণিক। তার ফলে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। রোগীদের আত্মীয়রা ক্ষোভ দেখালে ডাঃ অভিজিৎ দাশগুপ্ত তার (শেষ পাতায়)

চার ছিনতাইকারী ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বস্ত্র ব্যবসায়ী রিতেশ জৈন ও মনীশ জৈন রাত ১১টা নাগাদ দোকান থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। গরুর হাটের কাছে চারজন ছিনতাইকারী ভোজালি ও পিস্তল নিয়ে তাদের ঘিরে ধরে। নগদ ৪০ হাজার টাকা ও সোনার হার ছিনিয়ে নেয়। তাদের ল্যাপটপটিও ছিনতাই করার চেষ্টা করলে রিতেশ জৈন (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আশ্বিন বুধবার, ১৪১৮

মহাপূজা সমাপ্ত

শক্তির জন্য মাতৃ আরাধনা। রাবণ-বধের নিমিত্ত দেবীর অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানা স্থানে বিশেষতঃ ভুমধ্যসাগরীয় দেশ সমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠাস্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই তাহার বিনাশের জন্য 'দেবী, প্রপন্ন্যর্তিহরে, প্রসীদ' বলিয়া শুভশক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তির সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দূর করিয়া সুস্থসবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতিগঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভশক্তির প্রভাব চরমমাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নারী অপহরণ, ধর্ষণ, কত মারাত্মক অস্তশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভারতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে। চারিদিকের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার জন্য জনজীবন জেরবার হইতেছে। সরকার শক্ত হাতে ইহার অবসান না ঘটাইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। শাসকপক্ষকে এই জন্য তৎপর হইতে হইবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিস্প্রাণ ও অন্তঃসার শূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায় ? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভ শক্তির জাগরণের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

বিজয়ায় আমরা সকল রাজনৈতিক দল, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি – তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকে বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

বিজয়া প্রদোষে

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন। ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমীর অপরাহ্ন বেলা। নেমে আসবে শারদ সন্ধ্যা, না। আসবে হেমন্ত গোধূলি। তিন দিনের কত হৈ চৈ, কত উল্লাস, কত ব্যস্ততা। সব ঝিমিয়ে পড়বে বিজয়া দশমীর এই সময়টুকুতে। পাট থেকে নামবে প্রতিমা। আলোর চোখে থাকবে না চেক্‌নাই, মিট মিটে কেমন যেন অস্পষ্টতার কুহেলিকা। চণ্ডীমণ্ডপ অথবা বারোয়ারিতলায় শুরু হয়ে যাবে বিসর্জনের বাজনার কারুণ্য। খাঁ খাঁ করবে আঙিনা। যেন শুন্য পূজা গৃহ, নিরানন্দময়।

এ ছবি কোন নূতন নয় – এ যে আজ কাল পরশুর দৃশ্যপট। পূজোর থিম্ নিয়ে কত চিন্তা ভাবনা, চমক-গমকের আয়োজন, আকর্ষণ মণ্ডপে মণ্ডপে। নতুন কিছু করার, অভিনব কিছু দেখানোর কলা কৌশল নিয়ে কেষ্ট বিষ্টুদের দিন রাত্রির বিরাম – বিহীন প্রয়াস প্রচেষ্টা। তবুও প্রতিমার বোধন হয়, বিসর্জন হয়। থাকে শুধু স্মৃতি কাতরতা।

মৃৎ শিল্পীদের সৃষ্টি আর নির্মাণ নিয়ে চলে কত আগে হতে তাদের মনের ক্যানভাসে শিল্পের বুনট এবং বুনন। তুলির টানে তার অভিব্যক্তি। মৃৎশিল্পী বা ভাস্করদের এই তো কাজ। তারা বানায় কিন্তু তাদের সৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারে না। এই নিয়েই তাদের জীবিকা এবং তার সাথে মনের সুরভি-মেশানো নান্দনিকতা। কে চায়না নিজের সৃষ্টিকে ধরে রাখতে ? তা তো হয় না, হবার কথাও নয়। কেননা – প্রতিমা থাকবে কতক্ষণ। প্রতিমা যাবে বিসর্জ্জন। এই তো চিরাচরিত রীতি। কোন এক শিল্পীর আক্ষেপ এবং আত্মসন্তুষ্টি – প্রতিমা বানাই বছর বছর তা ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে – বিজয়া দশমীর পর কি কেউ মনে রাখে সে সব শিল্পীদের ? হয়তো রাখে – হয়তো রাখে না। তাদেরও সান্ত্বনা – যে ফুলটা ভোরের আলোয় পাপড়ি মেলে, গন্ধ ছড়ায়, রাতের আঁধারে তাকে বোঁটা থেকে খসে পড়তে হয়। থাকে শুধু তার গন্ধ, গন্ধের আমেজ। তেমনি শিল্পীর শিল্প কর্মে থেকে যায় তার সৃষ্টি অথবা নির্মাণের স্মৃতি নির্যাস। দর্শক মনের কোন নিভৃত কোণে অথবা ধূসর স্মৃতির সরণিতে।

এই বিজয়া দশমী সন্ধ্যায় নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ানোর কথা শোনা যায়। সে রীতি হয়তো কোথাও কোথাও ছিল, কিন্তু এখনও তা আছে কিনা বলা যাচ্ছে না, তবে ছিল একদিন কোন কোন পরিবারের পুজো শেষের অনুষঙ্গ হিসাবে। ওটাই নাকি তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। তাদের বিশ্বাস – নীলকণ্ঠ পাখি নাকি দেবীর কৈলাসে ফিরে যাবার বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যায়। এও এক লোক বিশ্বাস হয়তো বা লৌকিক সংস্কার।

দেবীর বিসর্জ্জন নিয়েও নানা জায়গায় বিচিত্র রীতি পদ্ধতি। শ্যামনগরের এক পারিবারিক প্রতিমার বিসর্জ্জন হয় দোলায় চড়ে। বাঁশ দিয়ে বানানো হয় পাল্কির মতো দোলা। বাড়ির পুরুষেরা বয়ে নিয়ে যায় নিরঞ্জনের ঘাটে। এ অঞ্চলের গ্রামে ঘরেও চলে মানুষের কাঁধে চেপে দেবীর যাত্রা। এখনও দেবী পেটকাটিকে ঘিরে দশমীর রাত থেকে একাদশী দ্বিপ্রহর পর্যন্ত নদী তীরে নামে জন জোয়ারের ঢল। তারপর চারদিকে থম্‌থমে নির্জনতা, বাঙালী মনের বিষন্নতা।

জঙ্গিপুর কোর্টে পি.পি.; এ.পি.পি. সব নতুন মুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল সরকার থেকে পশ্চিমবঙ্গের সব কোর্টে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্বতন সরকারী আইনজীবীদের বাদ দিয়ে নতুন মুখ আনা হচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বর মহকুমা শাসকের দপ্তরে নাকি নতুন নামের তালিকাও চলে এসেছে। সেখানে এমন কিছু আইনজীবীর নাম উঠে এসেছে যাদের নাকি এখানে কোন স্বীকৃতি নেই।

'তোমার মোহনরূপে কে রয় ভুলে'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

বর্ষার জলভরা মেঘ নিয়েছে বিদায়। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। শরৎ আলোর কমল বনে বাজে সোনার কাঁকন। তরুতলে পড়ে থাকে শিউলিবনের উদাস বাতাস। প্রভাতের কিনারায় শুকতারা আঁখি মেলে চায়। শিউলি ফুলের পড়েছে ডাক। আকাশে বাতাসে আগমনীর সেতারের ঝালা। আকাশ বাতাস প্রকৃতি মেতে ওঠে খুশীর আমেজে। চারদিকে ব্যস্ততা। মা আসবেন কৈলাস থেকে। ঢাক ঢোল বাঁশি কাঁসি। মাইক্রোফোনে রবীন্দ্র-নজরুল-কোন লঘু সুর অথবা কোন বাংলা ব্যাণ্ড। পূজামণ্ডপে নূতন নূতন থীম। আলোয় আলোকময়। এভাবেই মা আনন্দময়ী আসেন। আবার ফিরে যান যথাসময়ে। 'আমি কোন্ পরাণে – উমা ধনে মা হয়ে দিব বিদায়।' পৌরাণিক পটভূমিকায় রচিত হলেও আগমনী ও বিজয়া বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত। সুখ-দুঃখের কথা করুণ ও মধুর রাগিণীতে এখানে ধ্বনিত হয়েছে। উমা সঙ্গীতের মধ্যে বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের ঘরোয়া রূপ হয়েছে প্রতিবিম্বিত। তাই শত অভাব, শত দুঃখের মধ্যে বাঙালী মেতে থাকে এই শারদ বন্দনায়। কারণ বাংলার উৎসব। বাংলার প্রাণ। যদিও বর্তমানে উৎসবে প্রাণের বড় অভাব। তবুও বাঙালীর স্বাভাবিক উৎসবপ্রিয়তা একেবারে ক্ষুন্ন হয়নি। বাঙালীর গৃহকোণে উৎসবের মাধুর্য আজও আত্মগোপন করে আছে। আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি – জীবন সুন্দর। জীবন উৎসবময়। জীবনে প্রাণ আছে। আছে ছন্দ। তাই আমরা শত বাধা বিপত্তি, শত বেদনাতেও উৎসব প্রাচুর্য বিসর্জন দিইনি। শারদীয়া উৎসবের দিনগুলিতে আমরা মেতে উঠি এক নির্মল আনন্দে। অতীতের আনন্দময় স্মৃতিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মেলানোর চেষ্টা করি। অতীত ও বর্তমানের এই মেলবন্ধন সব সময় একই সরলরেখায় থাকে না। তবুও এক নষ্ট্যালজিয়া আমাদের মনকে উৎসবের দিনে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। আমাদের হিয়ার মাঝে বাজে সোনার নূপুর। আমরা কল্পনায় যেন দেখতে পাই ঃ 'শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণ রাঙা চরণ ফেলে' আমাদের আনন্দময়ী এসেছেন। জীবনের সুখ-দুঃখের সালতামামি ক'দিনের জন্য ভুলে গিয়ে তাঁর মোহন-রূপের কাছে সব কিছু উজার করে দিই।

মহাবিদ্যালয়

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গত ২৭শে ভাদ্র ১৪১৮ তে প্রকাশিত শীলভদ্র সান্যাল বাবুর ছড়া পড়িয়া উৎসাহিত বোধ করিলাম। আমরা ছাপোষা অল্পশিক্ষিত জনমানুষ ; আমাদের জানার দৌড় স্থানীয় বা আন্তঃরাজ্য বাংলা সংবাদপত্র কিমবা অন্যান্য গণমাধ্যম। এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলিতে জঙ্গীপুর / সাগরদিঘী কলেজ ; বড়োজোর বহরমপুর বা কৃষ্ণনাথ কলেজ। সীমিত জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ততোধিক সীমিত জ্ঞানের উৎস। ফলতঃ উপলব্ধির পরিধিও সীমিত। কিন্তু ইহা আত্মস্থঃ করিতে বিলম্ব হয় না যে, কলেজ আর যাহাই হউক না কেন পড়াশোনার হয় না। পলিটিক্সের 'ট্রিক্স' কলেজ নামক প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা জতুগৃহের অপেক্ষাও সঙ্গীন। ইহাতে শ্রদ্ধেয় লেকচারার মহোদয়দের পোয়াবারো, – ছাত্রদিগের প্রতি মনোযোগ – আন্তরিকতা গোল্লায়। হাঃ হাঃ পরের ছেলে পরমানন্দ, যত উচ্ছন্নে যায় ততই আনন্দ। এ'এক আজব শিক্ষক কর্মচারীর দল – একদা উচ্চশিক্ষায় নিমজ্জিত ছিলেন হয়তো আগাগোরাই উন্নত ফলাফল করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা মারফত এই চাকুরী ; ব্যাস সকলের মস্তক ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। কলেজ যাইলেও হয়, না যাইলেও দোষের নয় ; চাহিলে সপ্তাহে দুই-তিন দিন কলিকাতা হইতে নিত্যযাত্রী গোছের একটা কিছু করিয়া ঠেকা দেওয়ার উপায়ও রহিয়াছে ! যারা নিয়মিতভাবে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পদধূলি দেন তাহাদের নিমিত্ত সাধারণ কক্ষ, কিমবা 'রিফ্রেসার রুম্ফ' এর সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। সারাদিন বাড়িতে কাটানোর 'ধকল' এখানেই বিমুক্ত করিতে পারেন। আর আপনি যদি সেই মহান শিক্ষক হন, যিনি নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে যাইতে উন্মুখ, তাহা হইলেও সক্ষম হইবেন না। কারণ এখানেই ভবিষ্যত নেতৃবর্গের প্রশিক্ষণের পীঠস্থান। ছাত্র রাজনীতি– বিশেষ করিয়া কলেজ রাজনীতি না করিলে, রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ বুঝিবেন কি করিয়া ? কলেজ সংসদ দখল না করিলে মহাকরণের দিকে পা বাড়াইবেন কি করিয়া। এইখানে দুই একটা বোমা নিক্ষেপ না করিতে পারিলে, এলাকা দখলে নেতৃত্ব দেবেনই বা কিরূপে ? দুই একটা লাশ ফেলিলে তবেই তো ঐচ্ছিক বিষয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় ! আর কলেজ সংসদ পরিচালনকালে আর্থিক নয়ছয়ে পটু না হইলে বৃহত্তর আর্থিক কেলেঙ্কারীতে হাত পাকাইতে অসুবিধে বোধ হইবে বৈ কি ?

তাই লেকচারার মহাশয়ের দোষ কি – মাস অন্তে মাত্রাতিরিক্ত মাহিনা পকেটস্থ হইতেছে উপরন্তু সামাজিক স্বীকৃতি। দায়-দায়িত্বের বালাই নাই, মানহানির ভয় নাই, সাধারণের সহিত লেনাদেনা নাই তাই টেনশনের স্নায়ুচাপও নাই। পরিবারকে অফুরন্ত সময় প্রদানে সক্ষম, তাই পারিবারিক অভাব অভিযোগ নেই। উপরন্তু প্রাতে বা সন্ধ্যাকালে একটু আধটু গৃহ শিক্ষকতা করিতে পারিলেই দু-দশ বৎসর অন্তে ভবিষ্যতের নিমিত্ত কলিকাতা বা অন্য শহরতলীতে মধ্যমানের একআধখান ফ্ল্যাটবাড়ি কিনিয়া রাখা যাইতে পারে। আহাঃ সন্তান সন্তানাদির ভবিষ্যত রহিয়াছে, তারা কি আর গ্রামগঞ্জের আটপৌড়ে সরকারী মহাবিদ্যালয়ে পড়িবে ? বিদেশ বিভুঁইএও তো পাঠাইবার প্রয়োজন ; ইহা তো আর মুদির দোকানী কিমবা বিড়ি শ্রমিকের সন্তান নহে। বর্ত্তমানের নাট্যবিশারদ শিক্ষামন্ত্রী নাটুকে গলা কম্পন করিয়া যতই শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখুন বাস্তবে কিন্তু কলেজে কলেজে হুল্লোর এবং সংঘাতের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইতেছে। প্রেসিডেন্সির মানোন্নয়ন করিয়া হাভার্ডের স্তরে উন্নিত না হইলেও (বর্তমানে প্রেসিডেন্সীতে দলতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট) রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মান যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে ইহা প্রশ্নাতীত। ওনারেও বা দোষারোপ করি কিরূপে, মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতাকে লণ্ডন ভাবিতেছেন, অথচ, মহাকরণের সম্মুখের রাস্তাতেই এক ঘন্টা বৃষ্টিপাতে জল উপচাইয়া হাঁটুজল হইয়া যায়, চক্ররেলের দুইধারে বস্তির বাসিন্দা ও সারমেয়র দল একত্রে 'মুত্রত্যাগ' করিলে চক্ররেলের লাইন ডুবিয়া যাইতেই পারে। ধন্য বাঙ্গালীর লণ্ডন ও সুইজারল্যাণ্ড ! ছেঁড়া কাঁথায় রাজ্যসুখ !!

SEA GREENAGE GROUP OF COMPANIES

☞ SEA GREENAGE VALLEY PROJECT LTD.

☞ SEA GREENAGE BUILDCON (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE TOURS (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE BROADCASTING (P.) LTD.

☞ SAMPARK WELFARE TRUST

Regg. Off - Bijayram, Burdwan, West Bengal - 742189
Corp. Off - Green, Nimtala, Baharampur, West Bengal-742189
Mobile-9232659933 / 9153563471
E-mail - barjahan33@gmail.com
website-www.seagreeage.com www.greeagebuildcon.com

নবনির্মিত জলট্যাঙ্কি দিয়ে জল চুঁইছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুর এলাকায় পানীয় সরবরাহের প্রয়োজনে কিছুদিন আগে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আরো একটি জল ট্যাঙ্কি নির্মিত হয়। সেটিতে চালুর পর থেকেই ত্রুটি দেখা দিয়েছে। ট্যাঙ্কির গা বেয়ে ক্রমশ জল চুঁইছে। জল বন্ধ করতে মাঝে দু'বার মেরামতি কাজ হলেও কোন উপকার হয়নি। ট্যাঙ্কির কাজে নিম্নমানের ইট-সিমেন্ট, রড ব্যবহারের অভিযোগ তদানীন্তন পুরপতি সুন্দর ঘোষকে বার বার জানানো সত্বেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। সুষ্ঠুভাবে পানীয় জল সরবরাহের প্রয়োজনে এখানে মোট ৩টি ট্যাঙ্কি চালু আছে। এবং জল প্রকল্পে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এখানে বলে খবর।

মহেন্দ্র দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোর্ট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিণ্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের মোড়

চার ছিনতাইকারী ধৃত

(১ম পাতার পর)

বাধা দেয়। ছিনতাইকারীরা ভোজালী দিয়ে তার শরীরে আঘাত করে। এই সময় আশপাশের লোকজন এক জনৈক ধরে ফেলে। বাকীরা পালিয়ে যায়। পরে বাকি তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটি গত সপ্তাহের।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া

শত্রুঘ্ন সরকার সম্পাদক — **মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য** সভাপতি

ইট ভাটায় হামলা–২৫০ শ্রমিকের অন্ন সংস্থানে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের ওসমানপুর গ্রামে পারিবারিক মতান্তরে একটি ইট ভাটা সমাজবিরোধীদের হামলায় তছনছ হয়ে গেল। খবর, ২৭ সেপ্টেম্বর ওখানকার তুষারকান্তি রায়, জহরকান্তি রায়, শেখরকান্তি রায়, গৌতম রায়, তাদের ছেলেদের ও কিছু বাইরের সমাজবিরোধীকে নিয়ে ঐ ভাটায় হামলা চালান। ভাটাটি হামলাকারীদের দাদা সমীর রায় ও উত্তম রায়ের। ভাটার চারপাশের ফাঁকা জমি তারা ট্রাকটর দিয়ে চাষ করে, ড্রেজিং মেসিন দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা কেটে সেখানে গভীর গর্তের সৃষ্টি করে। যার ফলে ভাটায় নিযুক্ত প্রায় ২৫০ শ্রমিক পুজোর মুখে বেকার হয়ে যায়। আরও খবর, সেখানে হামলাকারীদের হয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে সব জুলুম প্রত্যক্ষ করে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সমীরকান্তি রায় ও উত্তম রায় তাঁদের চার ভাই তুষার, জহর, শেখর, গৌতম ও তিন ভাইপো অনিমেষ, কল্লোল এবং সুমন্তর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানান। উল্লেখ্য অভিযুক্ত জহরকান্তির ছেলে জ্যোতির্ময় বর্তমানে কাটোয়ার এস.ডি.পি.ও.। তাঁর প্রভাবেই এখানে পারিবারিক গণ্ডগোলে থানা থেকে পুলিশ যায়, যা আইনের ব্যাখ্যায় আইন সম্মত নয়।

সামসেরগঞ্জ অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র দেখার

(১ম পাতার পর)

এলাকায় সপ্তাহে এক থেকে দুই তিন দিন ডিম দেয়। বহু শিশু কেন্দ্রে যায় না অথচ তাদের উপস্থিতি দেখিয়ে ভুয়ো বিল করে বহু কর্মী। এই বিষয়ে কর্মীদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন – অফিস ৬০ – ৬৫ জন শিশুসহ গর্ভবতী এবং প্রসুতি মায়েদের খাদ্য দেয়, অথচ বহু কেন্দ্রে ১০০ থেকে ১৫০ জন প্রাপক – আমরা কি করব। যার জন্যই চারদিন ডিম দেওয়া হয়। তবে অনুসন্ধানে প্রকাশ, পৌর এলাকায় সর্বোচ্চ ৫০ জন শিশুর খাদ্যের এবং পঞ্চায়েত এলাকায় মাত্র ১০ – ১২টি কেন্দ্রে ১০০ জনের খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। অথচ প্রতিটা অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ৬০ – ৭০ জনের উপস্থিতি দেখান। এমন কেন্দ্রও আছে যেখানে ১০ – ১২ জন শিশুর খাদ্য আছে। এখানে অভিলম্বে সি.ডি.পি.ও এবং সুপার ভাইজারের প্রয়োজন। এই নিয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন থেকে পোষ্টারও পড়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার অবহেলা-ভাঙচুর

(১ম পাতার পর)

প্রাইভেট প্রাকটিশ ছেড়ে হাসপাতালে এসে রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা না করে তারাপুর হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এর ফলে লোকে আরো ক্ষেপে যায়। তারা হাসপাতালের আসবাবপত্র ও ফ্যান ভেঙ্গে দেয়। সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ এসে সামাল দেয়। ছুটে আসেন ধুলিয়ান পৌরসভার নবাগত চেয়ারম্যান মেহেবুব আলম, টাউন কংগ্রেস সভাপতি কাশীনাথ রায় এবং বিডিও তাপস ঘোষ বি.এম.ও.এইচ. অসিত সরকার হাসপাতালে না থাকায় ডাঃ অভিজিৎ দাশগুপ্তের সাথে আলোচনায় বসেন। সেখানে ডাঃ দাশগুপ্ত বলেন, এই হাসপাতালে ছয়জন ডাক্তারের মধ্যে একজন ডাঃ জসিমুদ্দিন লালবাগ হাসপাতালে অস্থায়ীভাবে আছেন। বাকি ডাক্তার সপ্তাহে দুইদিন ডিউটি করেন। এটা নিজেদের মধ্যে ঠিক করা হয়েছে। নার্স চার জন। তার মধ্যে একজন ছুটিতে থাকায় দুপুর দুটো থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নার্স নেই। তাই বাইরের লোক নিয়ে হাসাপাতাল চালাতে হচ্ছে। হাসপাতালে যে অনিয়ম হচ্ছে তা ডাঃ দাশগুপ্ত স্বীকার করেন। হাসপাতালে ওষুধ দূরের কথা সিরিঞ্জ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ছাত্র পরিষদের সামসেরগঞ্জ ব্লক সভাপতি পারভেজ আলম ওই দিন বিডিও-কে পরিষ্কার বলেন – অবিলম্বে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি না হলে হাসপাতালে তালা দিয়ে দেব। পরিষেবা নেই শুধু খোলা রেখে লাভ কি, তার চাইতে সামসেরগঞ্জের মানুষ চিকিৎসা ছাড়াই মারা যাক। বিডিও বলেন, অনুপনগর হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা খুবই খারাপ। ঠিকমতো পরিষ্কার হয় না, ডাক্তার থাকেন ভয়াবহ অবস্থা। সমস্ত বিষয় জেলা শাসক-কে জানাব। যা ব্যবস্থা তিনিই গ্রহণ করবেন।

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

শারদ শুভেচ্ছাসহ

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।